দর্শনায় বিশেষ অভিযানে ৪ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার পৃথক এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে চারজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। এর মধ্যে জসিম মিয়া নামে একজনকে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, দর্শনা পৌর শহরের শান্তিপাড়া এলাকার মৃত টুকু মিয়ার ছেলে চিহ্নিত মাদক কারবারি জসিম মিয়া (৪৭), একই এলাকার ফারুক হোসেনের ছেলে রাসেল হোসেন (২৭), সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের মৃত আজাদ হোসেনের ছেলে চিহ্নিত মাদক কারবারি মাগরিব হোসেন (৪০) এবং একই গ্রামের আব্দুস সামাদ ওরফে জাম্বুর ছেলে মারুফ হোসেন (২৬)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক নির্দেশনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা পৌরসভার শান্তিপাড়া এলাকা ও সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামে পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

পরে গ্রেপ্তারকৃত জসিম মিয়াকে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে বিজ্ঞ আদালত এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। অপর তিনজনকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে চুয়াডাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও অন্যান্য মামলায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় বিশেষ অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার ৩

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার হয়েছে ৩ জন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও পাঁচকমলাপুর ক্যাম্প পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে ১৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও একটি পালসার মোটরসাইকেলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত শুক্রবার দিনগত রাতে ১টার সময় পাঁচকমলাপুর ক্যাম্প পুলিশ কান্তপুর ব্রীজমোড় থেকে ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ষ্টেশনপাড়াস্থ খাদ্য গোডাউনের সামনে থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে।

জানা গেছে, উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে সাইদুল ইসলাম(৩৩) দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছিল। সে এলাকাসহ আশপাশ গ্রামে মোটরসাইকেল যোগে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয় করে বেড়ায়। গত শুক্রবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাঁচকমলাপুর ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই আহম্মদ আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে কান্তপুর ব্রীজ মোড়ে অভিযান চালিয়ে সাইদুলকে তার মোটরসাইকেলসহ গ্রেফতার করে। তার নিকট থেকে ৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

একই রাতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই ওয়াহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ষ্টেশনপাড়াস্থ খাদ্য গোডাউনের সামনে থেকে সনাতনপুর গ্রামের বাবলু মন্ডলের ছেলে সোহেল রানা রাব্বি(২০), বর্তমানে আলমডাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়ার আক্কাচ আলীর বাড়ির ভাড়াটিয়া ও আলমডাঙ্গা শহরের রথতলাপাড়ার সোলাইমান হোসেনের ছেলে নাহিদ হাসান(২১) কে গ্রেফতার করে। তাদের নিকট থেকে উদ্ধার করে ১৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট। তারা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় ট্যাপেন্টাডল বিক্রয় করে বেড়ায় বলে জানা গেছে।

তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় পৃথক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দর্শনায় বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের ২ কর্মী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২জন আওয়ামী লীগের ২ জন কর্মীকে আটক করেছে। জানাযায়, আজ মঙ্গলবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান চালিয়ে নেহালপুর গ্রামের মোবারক মন্ডলের ছেলে আক্কাস আলীকে (৪৩) তার বাড়ি থেকে আটক করে। পরে একই সময় অভিযান চালায় তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামে।

এ সময় পুলিশ আড়িয়া গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমানকে (৪১)তার আটক করে।গতকালই তাদেরকে রাজনৈতিক মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। জানাযায় গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালায় দর্শনা তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ গ্রামে।

এ সময় পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী তিতুদহ গ্রামের একই

পরিবারে কালা চাঁদের ছেলে ফরজ আলী (২৬), বাশার (৩০) জসিম (৩৫)গ্রেফতার করে।

গতকালই তাদের ৩ জনকে জিআর নং-৯০/১৬ এর গ্রেফাতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

বিশেষ অভিযানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির ১২ নেতাকর্মী আটক

বিভিন্ন অভিযোগে বিশেষ অভিযানে মেহেরপুরের ৩ উপজেলা থেকে বিএনপির ১২ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।এরমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা থেকে ৫ জন, গাংনী উপজেলা থেকে ৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের একটি সুত্র নিশ্চিত করেছে।

গতকাল সোমবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে আটক করা। অভিযান চলমান থাকায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। তবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ অভিযোগ করেছেন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তার দলের মোট ২২ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশের সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া আটককৃত ১২ জন হলেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি রায়হানুল কবীর, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম -আহ্বায়ক আব্দুল আজীজ রাজু, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি টুটুল, জেলা যুবদলের সদস্য তুষার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রমজান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি নেতা আলাউদ্দিন, জেলা বিএনপির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক সাবর আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মিলন হালসোনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম, সহারবাটি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আসমাউল হক ও গাংনী পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি মানিক।